একটি সাহিত্য নির্ভর বাংলা পত্রিকা
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত
দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৫

প্রবাসী বাংলা পত্রিকা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর

অস্ট্রেলিয়ার স্মৃতি

বাংলা ভাষা শিখুন

INDIA IMMERSION - 2

চিকিৎসা নিয়ে কথাবার্তা

একুশে ফেব্রুয়ারী ২০১৫

নামাজ জান্নাতের চাবি

ঢাকা না ঢাকা সংস্কৃতি

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ

বাংলা শিখুন বাংলা পড়ুন বাংলা চর্চা করুন

Chartered Accountants
NUMBER ONE IN NUMBERS
Advance Accountancy & Advisory Services
Trust Growth Relationship
Tax • GST • Super • Audit
Looking For
Self Managed Super Fund ?
Family Trust ?
Ph: (02) 8021 6313 Mob : 0411 314 155
E-mail: kamrul@advanceaccountancy.com.au
Web: www.advanceaccountancy.com.au
Suite 19-20, 296 Marrickville Rd, Marrickville NSW 2204
Kamrul Islam CA, CPA
Public Accountant
Registered Tax Agent
SMSF Auditor
Justice of Peace

অন্যান্য সরকারি ভবন সমূহ। আর পশ্চিম অংশে সুন্দর সুন্দর আবাসিক ভবন।

সিডনি ব্রিটিশ কলোনি নর্থ সাউথ ওয়েলস (N S W) এর রাজধানী ছিল১৭৮৮-১৯০০ পর্যন্ত। ১৯০১ থেকে সিডনি হয়ে দাড়ায় N S W প্রদেশের রাজধানী কারণ প্রদেশটি ভোটের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেশনে যুক্ত হয়। এর অনেক আগে থেকেই (১৮৪০) অবশ্য কেন সিডনি ব্রিটিশ কলোনি মুক্ত হয়ে নিজস্ব মর্যদা নিয়ে থাকবেনা এই প্রশ্ন ওঠে। ১৮৪০এ সিডনির সিটি কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সিডনি ব্রিটিশ 'কয়েদি কলোনি'র চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব সত্ত্বা, মর্যদা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাড়ায়। ১৮৪০এর পর থেকে কয়েদি আনাও বন্ধ হয়। দীর্ঘ একশ ৬০ বছরে কয়েদি-অ-কয়েদি লোকজন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, গড়ে ওঠে অবিভাজ্য সিডনি-বাসী।

তাহলে প্রথমে আদিবাসীদের আগমন, পরে ব্রিটিশ কলোনি স্থাপন আর শেষে সাগরের ওপার থেকে নানা দেশের লোকজনের আগমনে; সিডনি বহু সংস্কৃতির সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছে। সিডনির আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক, শীত গ্রীষ্ম কোনটাই প্রখর নয়। তাই অগণিত ভ্রমণ পিপাসু লোক প্রতি বছর সিডনি বেড়াতে আসেন। সিডনি হয়ে উঠেছে স্বপ্নের শহর।

ক্যাপ্টেন কুক

আমরা করেছি জয়:

(সুবচনের রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

হ্যাঁ, আমরা জয় করেছি, ১৯৭১এর ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিয়েছি। জয় সম্পূর্ণ হয়নি- যুদ্ধাপরাধী ১৯২ জন পাকিস্তানী সেনা-অফিসারদের বিচার করতে পারিনি, দেশীয় রাজাকারদের বিচার শেষ করা যায়নি। আবার প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম, ১৯৭৫এ। আমাদের দেশের রূপকার, দেশ প্রতিষ্ঠার জনককে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতার মূল ধারণাকে উলটিয়ে আমাদের এবাউট টার্ন করিয়ে ছাড়ল হত্যাকারীরা। একটু এগোলেই আবার পাকিস্তান। তবে আমারা, বাঙালরিা ছাড়িনি, শক্ত ধাত আমাদের- হত্যাকারীদের বিচার করেছি, কতককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। রাজাকারদের বিচারের কাঠগড়ায় তুলেছি। আশা করি অত্যাচারী রাজাকারেরা সমুচিত শাস্তি পাবে।

এত ডামাডোলের মধ্যেও দেশ গড়ার কাজ এগিয়ে চলছে। কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের, তাই কৃষিতে মনোযোগ দিয়েছি; সার, সেচব্যবস্থা উন্নত করেছি, বীজের ভালো ব্যবস্থা করেছি। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে, দেশ এখন খাদ্যে স্বনির্ভর, চাল রফতানি হচেছ, কৃষি পণ্যের রফতানি বেড়েছে। সবচেয়ে উন্নতি হয়েছে পোশাক নির্মাণ খাতে, বাংলাদেশ এখন তৈরি পোশাক রফতানি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে; ভারত পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে চীনের পরেই আমরা। নিম্নবিত্ত নারীদের ভরসা এই পোশাক খাত, লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক এই খাতে নিয়োজিত আছে। আগে যারা বাসাবাড়িতে বুয়ার কাজ ছাড়া আর কিছুর চিন্তাই করতে পারতোনা এখন তারা ভাল-রোজগার করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে। উন্নত জীবনের স্বাদ পেতে শুরু করেছে। নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরও উন্নত করা দরকার, সে চেষ্টাও চলছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছে, রাস্তা ঘাটের উন্নতি হচ্ছে। আমরা পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে করতে সমর্থ। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক বেড়েছে, পাকিস্তানের রিজার্ভের প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ২.১২ বিলিয়ন ডলারের বেশী; অথচ পাকিস্তান তো বটেই দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের চলতি হিসাবে ঘাটতি রয়েছে। নিচের সরণিতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের তুলনামূলক আর্থিক চিত্র পাওয়া যাবে:

২০১২-২০১৩ অর্থ বছর:	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
রফতানি আয়	২৭বিলিয়ন	২৪.৫০ বিলিয়ন (ডলার)
রেমিট্যান্স প্রাপ্তি	১৪ বিলিয়ন	৯ বিলিয়ন ঐ
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	২২.৩১ বিলিয়ন	১২.০৩ বিলিয়ন ঐ
জি ডি পি বৃদ্ধি	৬.২%	৩.৬ %
বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি	৭ বিলিয়ন	২০ বিলিয়ন ঐ

সামাজিক সূচকেও আমরা পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি; নিচের সরণি তার প্রমাণ দিচ্ছে:

৫বছরের নিচে শিশু-মৃত্যু	৪৬ (প্রতি হাজারে)	৭২(প্রতি হাজারে)
১বছরের নিচে শিশু-মৃত্যু	৩৭ ঐ	৫৯ ঐ
স্যানিটেশন পায়	৫৬% পরিবার	৪৮% পরিবার
জন্ম হার	২.২%	৩.৪%
গড় আয়ু	৬৯ বছর	৬৫বছর

অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি: ভারতের মানুষের গড় আয়ু-৬৬বছর, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৫ যা বাংলাদেশে যথাক্রমে ৬৯বছর ও ৪৬ জন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড: আতিউর রহমান আশা করছেন বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৫% হবে। তিনি বলেন- ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্নাল বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা থেকে পাকিস্তানকে শেখার পরামর্শ দিয়েছে। লন্ডনের জাতীয় দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছে, ২০৫০ সালে প্রবৃদ্ধির বিচারে বাংলাদেশ পশ্চিমা দেশগুলোকেও ছাড়িয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ‘নেক্সট ইলেভেন’ সম্মিলিতভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় ১১টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে, এদেরকে ‘নেক্সট ইলেভেন’ বলা হচ্ছে। দেশীয় গবেষণা সংস্থা সি পি ডি ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা, মিডিয়ার প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা উঠে এসেছে। বাংলাদেশের উন্নতিকে বিস্ময়কর বলা হচ্ছে।

পাকিস্তান আণবিক বোমা তৈরি করলে অনেকে আফসোস করছিল, আহা! আমরা পাকিস্তানে থাকলে গর্ব করতে পারতাম আমরা আণবিক বোমার অধিকারী বলে। কিন্তু মূর্খেরা বুঝতে চায়না বোমটি হত পশ্চিম পাকিস্তানী আণবিক বোমা যার অধিকার থেকে আমরা থাকতাম বঞ্চিত। যেমন ১৯৬৫তে যুদ্ধের সময় আমরা একা হয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া পাকিস্তানের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য আণবিক বোমা তৈরি করা মানে দেশের ভুখা নাঙ্গা লোকদের বঞ্চিত করে বাহাদুরি করা। একটি আণবিক বোমা বানানোর খরচে কয়েক লক্ষ লোকের খাবার-থাকবার ব্যবস্থা করা যায়, কয়েক কোটি শিশুকে লেখাপড়া শেখানো যায়।

গণতন্ত্র উন্নয়নের পূর্বশর্ত, গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এরশাদের আমল ছাড়া মোটামুটি গণতন্ত্র ছিল। এজন্য সব সরকারের সময়েই উন্নয়ন হয়েছে, আমরা এগিয়েছি। কিন্তু পাকিস্তানে গণতন্ত্র ছিলনা, সেখানে অনেক বছর অব্যাহতভাবে সামরিক শাসন ছিল। এজন্য উন্নয়নের গতি সেখানে শ্লথ হয়ে পড়েছে। ফলে যেখানে তাদের আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তারা পিছিয়ে পড়েছে। ১৯৭১এ আমরা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পেয়েছিলাম, দেশের সব রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট বিধ্বস্ত, কল কারখানা বন্ধ, বাড়ি ঘর, হাট বাজার আগুনে পুড়ে ছাই; বলতে গেলে আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছে। আর পাকিস্তান, তাদের সব কিছু ছিল; যুদ্ধের ধকল তাদের খুব একটা সইতে হয়নি। তার উপর তারা অখণ্ড পাকিস্তানের সব সম্পদের অধিকার নিয়েছে; আমাদের ন্যায্য পাওনা কোন কিছু দেয়নি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! আমাদের মনোবল অটুট ছিল, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমরা এগিয়েছি, আরও এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকলে আমাদের জয় অবধারিত।

Curry Belly
Indian Restaurant

195 Rocky Point Rd, Ramsgate* Authentic Indian cusine

* Catering for **Bangladeshi** functions

* Best price guaranteed. Value for money.

* 60 seat dine-in capacity. Ideal for small occasions.

“Our pricing and overall strategy will be designed around your requirements and to your own satisfaction. Curry Belly caters for all occasions and with its professional and skilled team will ensure that the Customer is King”

Tel: 9529 8821

www.currybelly.com.au

অস্ট্রেলিয়ার স্মৃতি
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পাম বীচ

১৯৭৭সালে, গিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তিনটি দেশে। অস্ট্রেলিয়ার পর্বটা ছিল সত্যি সত্যি আনন্দে ভরা।
কোন কোর্স নয়, সেমিনার নয়, এম. এ. পিএইচডি নয়, সেমিনারে পেপার লেখার জন্য গলদঘর্ম হওয়া নয়, কেবল মনের আনন্দে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানো। খাও, দাও, যা দেখার ইচ্ছে প্রাণভরে দেখে নাও। এই হল ‘কাজ’। বাধা দেবার কেউ নেই। বরং উল্টোটা আছে। কখন কোথায় যেতে চাচ্ছি- তাতে সাহায্য করার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে। ঘুরে দেখার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় আমার ঐ সফরটা ছিল’ বিশেষ ভ্রমণকারী’ হিসাবে। তাদের দেশ ঘুরে দেখার জন্য- অস্ট্রেলিয়া সরকারের আমন্ত্রণ। আর কিসসু না। আমার সে সময়কার টি ভি সাফল্যের সরাসরি পুরস্কার এটি। আমার মত গবেষণা আর ‘উচ্চ শিক্ষা’ বিমুখ মানুষের জন্য এর চেয়ে কাম্য জিনিষ আর কি হতে পারে? সত্যি সত্যি’ জীবন পাত্র উছলিয়া’ দেখে নিয়েছিলাম অলীক সুন্দর অস্ট্রেলিয়াকে। প্রতিটি চাউনি পূর্ণ করে এর সব রহস্য আর বিস্ময় ‘গেলাশে গেলাশে পান’ করেছিলাম এর সমুদ্র সৈকত, পর্বত, প্রান্তর, অরণ্য, প্রকৃতি, প্রাণিজগতের রহস্য, এর আধুনিকতা, নাগরিকতা, স্থাপত্য, মানুষ, নারী; ইউরোপীয় নারীর উষ্ণমন্ডলীর রূপ- নি: শেষে আহরণ করে নিয়েছিলাম নিজের ভিতরে। যখন দেশে ফিরেছিলাম তখন ফিরে এসেছিলাম একটা ছোট্ট অস্ট্রেলিয়া হয়ে। আমার শরীরে তখনও অস্ট্রেলিয়ার তাজা গন্ধ, স্মৃতিপুটে দৃষ্টিনন্দন অস্ট্রেলিয়ার বিস্মিত সম্ভার।
অস্ট্রেলিয়ার প্রায় প্রতিটি শহর ঘুরেছিলাম সেবার। সিডনি, মেলবোর্ন, এডেলায়েড, ক্যানবেরা, আরও অনেক জায়গা। আজও মনে পড়ে অ্যাডেলায়েড শহরের ফেস্টিভ্যাল সেন্টারের পুরো পরিকল্পনা দেখার পর কী ভাবে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন মনকে উদ্দীপ্ত করে। মনে হয়েছিল, আমাদের দেশে এমনি দৃষ্টিনন্দন একটা কেন্দ্র যদি গড়ে তুলতে পারতাম! এই রক্তনিরক্ত দেশটাতে! আর সংগে থাকত বিশ্বসংস্কৃতির চর্চা আর বিভিন্ন কর্মকান্ড। পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো একটা কিছু হত। জীবনর এইসব দুর্লভ উপহার পেতে হলে মানুষকে দেশে বিদেশে যেতে হয়। মানুষের। অসামান্য কীর্তির সামনে গিয়ে দাড়াতে হয়। এতে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে, স্বপ্ন খোলে। অসম্ভবের নেশায় জীবন জ্বলে ওঠে। ঘরের ছোট্ট পরিচিত কোণে এর দেখা পাওয়া যায়না। মনে পড়ে অডেলায়েডের কাছে বারোসা ভ্যালিতে গিয়ে মদের কারখানা অঞ্চলে আপেলের বনে ঘুরে বেড়ানোর সময় বাতাসের শো শো শব্দের ভেতর অলৌকিকের স্বর শুনে কী ভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আজও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে সিডনির রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাম বীচের কথা, শহর থেকে মাত্র তিরিশ মাইল দূরের সেই অপরূপ সমুদ্রসৈকত, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পন্ন বিপুল জলধারা বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। মনে আছে, পাম- বীচের গা ঘেঁষা পাহারের গাছপালা ছাওয়া আশ্চর্য সুন্দর এক বাড়িতে দীর্ঘ দেড়টা মাস শিল্পী বন্ধু পিটার এলিয়টের পরিবারের সংগে কাটানোর কথা। বিচের উৎসব মুখর নর নারী, মানুষের উল্লসিত সমুদ্র স্নান, কলকণ্ঠমুখর আনন্দ ধ্বনি, পাইন গাছের ভিতর দিয়ে বাতাসের শো শো শব্দে ছুটে আসা- এখনও চোখ আর কানের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একই সফরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটা দেশ- মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড- ঘুরে বেড়িয়েছিলাম এমনি গা ছাড়া স্বেচ্ছা আনন্দে। সেখানেও কোন কাজ কর্তব্যের দায় ছিলনা। অস্ট্রেলিয়ায় আমার একমাত্র কাজ ছিল মর্জ্জিমতো টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখে বেড়ানো; এসব জায়গার কাজও প্রায় তাই। ভূপে ন হাজারিকার গানের যাযাবরের মতো।

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৫
হ্যাপি রহমান

ক্যালেন্ডারের পাতায় প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারি মাস বা ২১ তারিখটি আলাদাভাবে চিহ্নিত না থাকলেও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য দিনটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য বহন করে। ৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৪৮ইং সাল থেকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে সংগ্রামের বীজ বপন হয় কোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে ঘিরে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে সারা

দেশে। দিনটি ছিল ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। আগুন ঝরা দ্রোহ আর অমর একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একাত্তরে রক্তাক্ত স্বাধীনতা অর্জন। আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি। বেদনার রঙে আঁকা বিবর্ণ সুখস্মৃতি। কালের বিবর্তনে এখন গোটা ফেব্রুয়ারি-ই যেন বাংলা ভাষার মাস। আত্মমর্যাদা বিকাশে আন্দোলনের স্মারক। বাঙ্গালীর আমেরিকা ও ইউরোপ অভিবাসনের মতই ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়া-অভিবাসন শুরু। পর্যায়ক্রমে অভিবাসীদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে। একটি জাতির ভাষার বিকাশ ঘটে চর্চা ও ব্যবহারের মাধ্যমে। প্রথমে ড্রয়িং রুম দিয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু হলেও বিন্দু থেকে বৃত্তে রূপ দেয়ার প্রয়াসে একুশে একাডেমীর পথ চলা। মূলধারার সংস্কৃতির সাথে সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিও উৎসব আমেজে পালন করলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ উপলক্ষে আজ একুশের প্রভাতফেরী ও বইমেলা উদযাপিত হয়েছে। নির্মল পালসহ আরও বেশ কয়েকজন অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রচেষ্টায় ২০০৪ইং সালে গঠিত হয় একুশে পরিষদ। যার পরবর্তীত নাম "একুশে একাডেমী"। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ইং সালে একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে বাঙালীর ভাষাগত মর্যাদা ও মননের প্রতীক শহীদ মিনার নির্মিত হয় সিডনিতে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সিডনির অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে শহীদ মিনারটির নির্মাণ করা হয়। তৎকালীন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও স্থানীয় বাংলাদেশিদের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এই সৌধ আজ প্রশান্ত পাড়ের সাথে বঙ্গোপসাগরের সম্প্রীতির বিনে সূতারমালা! মাতৃভাষাকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ৬ হাজার ৩১০টি ভাষারভাষী মানুষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নিজ নিজ ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, উদযাপন হয় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি।

প্রতি বছরের মত এবার ও অ্যাশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বইমেলা। "এসো বাংলার মাটির ভাষার ছেলেরা আজকে, সেই ফাল্গুন এসেছে আবার ফেব্রুয়ারির সেই রাজপথ ক্ষুব্ধ নীরব-বাতাস বন্য, আজকে মিছিল হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার জন্য" জয়ধ্বনি দিয়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বৃষ্টিস্নাত হেরিটেজ পার্ক। ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, সর্বস্তরের অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিগণ। এ আয়োজনে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মেয়র, এমপি ও কাউন্সিলরসহ লেবার ও লিবারেল পার্টির কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। পুস্পস্তবক

অর্পণ, প্রভাতফেরি ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলে। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে বইমেলা সেজেছিল দুই বাংলার কীর্তিমান লেখকদের অগুনিত বই দিয়ে। আমাদের দেশের নামীদামী প্রতিভাবান থেকে শুরু করে নবীন লেখকদের অনেক বই-ই হাতছানি দিয়েছে সকল পাঠক হৃদয়কে। তাছাড়া একুশের গান, কবিতা আবৃতি, দলীয় সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী উৎসবসহ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিও ছিল। আগত বাচ্চাদের জন্য আলাদা বিনোদন ব্যবস্থার জন্য ছিল জাম্পিং ক্যাসেল। আরও ছিল রকমারি মুখরোচক সব খাবার দাবারের দোকান। সবাই নিজেদের উদ্যোগে শখের বশে এগুলো করে থাকেন, তবে লাভের অংশটাও দিন শেষে কম না। আনুমানিক প্রায় বিশহাজার প্রবাসি বাংলাদেশিসহ অন্যান্য ভাষার মানুষ জনের আনাগোনা ও চোখে পড়ার মত।

বিকেলে একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত সেলিম আল দীনের "মুনতাসির ফ্যান্টাসি" নাটক মঞ্চস্থ হয়। নির্দেশনায় ছিলেন সিডনি প্রবাসী জনপ্রিয় অভিনেতা শাহিন শাহনেওয়াজ। নাটকটি মঞ্চায়নে আগত দর্শকরা প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে সাহিত্য সংস্কৃতির খরায় ব্যাপক জলরাশির হয়ে ধরা দিয়েছে।

রক্তরাঙা ফাল্গুনের আগুনমুখা দিন মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। শোক ও শ্রদ্ধায় অবনত বাঙালির অবিস্মরণীয় সংগ্রামের দিন। এ দিনই প্রথম খুলেছিল বাঙালির কালজয়ী সব সংগ্রামের উৎসমুখ। এ দিনটিই বাঙালিকে নতুন করে বেঁধেছে হাজার বছরের ঐতিহ্য সংস্কৃতির বন্ধনে।

পরিবেশ ও অন্যান্য: ইমতিয়াজ কায়েস রিশা

নিদারুণ এক উভয় সংকটে পড়েছি। পাঁচ সপ্তাহ বাংলাদেশ ভ্রমণের শেষ দিকে হরতাল অবরোধের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে মনে হচ্ছিল কবে সিডনি ফিরব। কয়েকদিন হলো ফিরে এসেছি। কিন্তু ফিরেই বাংলাদেশ মিস করতে শুরু করে দিয়েছি। এ এক জ্বালা। উভয় সংকটের জ্বালা। রাজনৈতিক বিপত্তি না থাকলে আমাদের দেশটা উন্নয়নের আকাশে উড়তে থাকা একটা স্বাস্থ্যবান দোয়েল পাখি হতে পারত। তার বদলে দেশটা যেন এখন ধুঁকতে থাকা অসুস্থ পাখি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস পাখি সুস্থ হবেই এবং আকাশে উড়বেই - শুধু সময়ের ব্যাপার। আমার কিন্তু ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম খারাপ লাগেনা। মনে হয় অসংখ্য মানুষ জীবিকার টানে রাস্তায় নেমেছে। তার মানে দেশে বেকারের সংখ্যা কমে গেছে। এখন শুধু রাস্তা ঘাটগুলো ঠিকঠাক করতে পারলেই হয়ে গেল। রাস্তা ঘাট ঠিকঠাক করাও ব্যাপার না। বিশ্বাস না হলে হাতিরঝিল ঘুরে আসুন। চমৎকার ওয়ান ওয়ে ব্যবস্থা - এক ফোঁটা জ্যাম নেই। ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম ঠিক হয়ে যাবে - শুধু সময়ের ব্যাপার। পরিবেশ দূষণ প্রকট। মাটি, পানি, বাতাস দূষণ চাপে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তিন মাসের বর্ষাকাল আছে বলে রক্ষা। বর্ষার অঢেল বারিধারা আর হিমালয় থেকে গড়িয়ে আসা পদ্মা, মেঘনা, যমুনার অবিরল জলধারা আসলে টয়লেট ফ্লাশের মত দূষণ ধুইয়ে নিয়ে যায়। বর্ষা না থাকলে উপায় ছিলনা। তবুও বুড়িগঙ্গার বুকে জমে থাকে ডাইয়িং, ট্যানারির অসভ্য বর্জ্যের স্তর। পরিবেশ আইনে দুর্বলতা অনেক - তারপর যাওবা বিধিনিষেধ আছে তার প্রয়োগ হয় নামকা ওয়াস্তে। তবে জনতা কিন্তু জেগে উঠছে। মাঝে মাঝেই স্থানীয় পরিবেশবাদী সাধারণ মানুষের দলবদ্ধ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এদিক সেদিক। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে গাছপালা, পোকা-পাখি ছাড়া শুধু কংক্রিট এর খাঁচায় জীবন চলবেনা। আমি খুব আশাবাদী পরিবেশও ঠিক হয়ে যাবে - শুধু সময়ের ব্যাপার।

অন্যান্য

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, আহমেদ ছফা, সৈয়দ শামসুল হক, ফজলে লোহানী, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের জীবনের নানা ঘটনা পড়ছি। আরও পড়ছি আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েকজন স্বপ্নচারী যুবকের জাসদ সৃষ্টির গল্প। ছোট ছোট অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য। অবাক তথ্য। দারুণ এক ঘোর। মাতাল মাতাল ঘোর।

ঢাকার মেয়ে রানু সোম। উনিশ' শ বিশ তিরিশের রানু সোম। বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের রমনার বাড়ির আড্ডায় গান শোনানো রানু সোম। ডি এল রায়ের ছেলে মন্টুদা এবং কাজী নজরুলের কাছে গান শেখা রানু সোম। এই মেয়েটিকেই গান শিখিয়ে ফিরবার পথে পাড়ার রোমিওদের কাছে মার খেয়ে মাথা ফাটিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি। মাথা ফাটলেও লাঠিটা কেড়ে নিয়েছিলেন ঠিকই। এই ঐতিহাসিক লাঠিটা অনেকদিন সংরক্ষণ করেছিলেন আরেক কাজী সাহেব - দাবা গুরু কাজী মোতাহার হোসেন। দার্জিলিঙের শীতে রবীন্দ্রনাথ এই রানু সোমকেই জড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজের গা থেকে খুলে দেয়া চাদরে। রবীন্দ্র পরবর্তী লেখকদের মধ্যে সবচে গভীর করে লেখা যে লেখক - সেই বুদ্ধদেব বসুকে বিয়ে করে রানু সোম হয়ে উঠলেন প্রতিভা বসু। তাঁরই আত্মজীবনী 'জীবনের জলছবি'। চমৎকার একটি বই। একশ বছর আগের ঢাকা - বিক্রমপুরের ছবি আঁকা বই। সংগ্রহ করে সুরক্ষা করার মতন বই।

পড়ে শেষ করলাম 'তিন পয়সার জোসনা' - সৈয়দ শামসুল হকের আত্মস্মৃতি। সব্যসাচী লেখক। শব্দে, বাক্যে এবং ঢঙে পাঠককে কাছে টেনে নিয়ে আদর করা গদ্য। তারপর সৈয়দ হকের জীবনটাইতো একটা চমৎকার গল্প। বাবার জেদে ডাক্তার হবার ভয়ে বম্বে পালিয়ে যাওয়া এবং পরিচালকের পা টিপে দিয়ে সহকারী পরিচালক হবার চেষ্টা করা। এরই মধ্যে বিখ্যাত নায়িকার ছোটবোনের সাথে কিঞ্চিত প্রণয় সম্ভাবনা। সেও ১৯৫২ সালের কথা। পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের খবর পড়ে আরব সাগরের পারে বসে অশ্রু বিসর্জন এবং সব ছেড়েছুড়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। বাবারও জেদ ভাঙ্গলো এবং পুত্রকে লেখক হবার স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন। মৃত্যুশয্যায় পুত্রের হাতে তুলে দিলেন লেখক পুত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের খরচ। সেই থেকে শুরু করে সৈয়দ হকের অক্লান্ত কলম এখনো চলমান। তিন পয়সার জোসনায় পাতায় পাতায় রয়েছে পঞ্চাশ - ষাটের দশকের বাঙালি মুসলমানদের কাব্য চর্চার সোনালী ইতিহাস। শামসুর রহমানের 'রাহমান' হয়ে ওঠা। শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, মুর্তজা বশির, আনিসুজ্জামান, আলাউদ্দিন আল আজাদদের লেখক হিসেবে বেড়ে ওঠার গল্প। ইউসিস থেকে বই ছাপানোর কথা বলে কাগজ নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিয়ে ফজলে লোহানীর বিলাত গমনের গল্প। আবার এই ফজলে লোহানীই সওগাত অফিসের বাইরের অন্ধকারে সৈয়দ হকের পিঠে হাত রেখে উৎসাহ দিয়ে আসলে উৎসাহ দিয়েছেন পূর্ব বাংলার গদ্য-চর্চাকেই। তিন পয়সার জোসনা নামে একটা ছোট গল্পের কারণে আনোয়ারা নামের এক মেডিকেল ছাত্রীর সাথে পরিচয় - পরিণয় এবং এতটা বছর ধরে সংসার গিটঠু। আনোয়ারা সৈয়দ হক নিজের অধিকারেই একজন স্বনামধন্য মনোবিদ এবং সফল লেখিকা। সৈয়দ হকের জীবনটাই গল্পে গল্পে ভরা। তবে জীবনের গল্পগুলোকে আদুরে ভাষায় এবং কাছে-টানা গদ্যে তাঁর মত করে আর কয়জনই বা লিখতে পারে। সৈয়দ হক আরও অনেক অনেক দিন বাঁচুন - আরও অনেক অনেক লিখুন।

সাহিত্য পাঠ:

এবারের সুবচনের সাহিত্য পাঠে আমরা বেছে নিয়েছি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং রুশ লেখক আন্তন চেকভ কে। আন্তন চেকভ নাটক এবং ছোট গল্প লেখক হিসাবে বিখ্যাত। স্বল্প পরিসরে তার প্রতিভার পরিচয় দেয়া বেশ শক্ত, তবুও আমরা তার একটি ছোট গল্পের অনুবাদ পেশ করছি।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি নামে সমধিক খ্যাত। ১৮৯৯ সালে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ফকির আহমেদ, মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। খুব ছোট বেলায় বাবাকে হারান ফলে লেখাপড়া বেশী দুর করতে পারেননি। মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন, পরে লেটর দলে যোগ দিয়ে গান, অভিনয় শিক্ষা করেন। চায়ের দোকানেও চাকরি করেন বেশ কিছুদিন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে সৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। পরে হাবিলদার পদে উন্নীত হন। যুদ্ধ শেষে সাংবাদিকতায় যোগ দেন, ধূমকেতু নামে একটি দ্বিসপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্যে জেলে যান। জেল থেকে ছড়া পান ১৯২৩ এর ডিসেম্বরে; পরের বছর এপ্রিলে এক হিন্দু ব্রাহ্ম মহিলা প্রমীলাকে বিয়ে করেন। নজরুল বহু কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রায় চার হাজারের মত গান লেখেন। আধুনিক, খেয়াল, ঠুমরী, গজল, ভাটিয়া লি নানা স্বদের গান রচনা করেন। কবি নিজে গান গাইতে পারতেন, বাঁশী বাজাতে জানতেন। পাঠকদের জন্য তার 'বিদ্রোহী' কবিতার কিছু অংশ এখানে দেয়া হল। বিদ্রোহী কবিতার মত জোসের, ফোর্সফুল কবিতা বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যে কমই আছে।

বড়ই দু:খের বিষয় আমাদের জাতীয় কবি মাত্র ৪৩ বছর বয়েসে এক অজানা দুরারোগ্য আক্রান্ত হন, তার কথা বলার শক্তি, তার স্মৃতি শক্তি লোপ পায়। এ অবস্থায় দীর্ঘ ৩৩ বছর পর ১৯৭৬ সালে ঢাকায় মারা যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে তাকে সমাহিত করা হয়।

বিদ্রোহী

বল বীর

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির

বল বীর

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আস্ন আরশ ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রির

বল বীর

আমি চির উন্নত শির

আমি চির দুর্দম দূর্বীনীত নৃশংস

মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস

আমি মহাভয় আমি অভিশাপ পৃথিবীর

আমি দূর্বার

আমি ভেঙে করি সব চুরমার

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল

আমি দলে যাই যত বন্ধন যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

---- ---- ----

আমি সেই দিন হব শান্ত

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভুমে রনিবেনা

আমি সেইদিন হব শান্ত।

আন্তন পাভলোভিচ চেকভ

১৮৬০ সালে রাশিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। একজন নাট্যকার এবং ছোট গল্প লেখক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। সীগাল, থ্রি সিস্টার, চেরি অরচার্ড তার লিখিত বিখ্যাত নাটক। অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন। তার ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য হল অপাত একটা সাদামাটা প্লট দিয়ে শুরু করে একটা অন্যভাব তৈরি করা। ‘এক কেরানীর মৃত্যু’ এমনি একটা গল্প। তিনি পেশায় ডাক্তার, তিনি বলতেন- মেডিসিন আমার ল- ফুল স্ত্রী, আর ‘ লেখা অমার মিস্ট্রেস।

এক কেরানীর মৃত্যু:

অনুবাদ- প্র. সম্পাদক

এক মনোরম সন্ধ্যায়, এক মনোহর সরকারি কেরানী ইভেন ডিমিট্রিচ টেকারভায়াকভ নাট্যশালার ২য় সারিতে বসে অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে নাটক দেখছিল। বেশ ফুরফুরে মেজাজে বসে ছিল সে। কিন্তু হঠাৎ-----। ছোট গল্পে এরকম ‘কিন্তু হঠাৎ’ বাক্য- বন্ধের সাক্ষাত প্রায়শই পাওয়া যায়। লেখকেরা ঠিকই লেখেন: জীবন সত্যিই বড্ড বিস্ময়ে ভরা! কিন্তু হটাৎ তার চোখ মুখে কেমন ভাব দেখা দিল, সে হ্যাচ্চোৎ--- করে হাঁচি দিয়ে দিল। হাঁচি দেয়া নিন্দার কিছু নয়, চাষা হাঁচি দেয়, পুলিশ সুপার হাঁচি দেয়, কখনও প্রিভি কাউন্সিলারও হ্যাঁচে। সব লোকই হাঁচি দেয়। টেকারভায়াকভ অপ্রতিভ হলনা, সে রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছে চারদিক তাকিয়ে দেখল, হাঁচিতে কেউ বিরক্ত হল কিনা। সে দেখল তার সামনে ১ম সারিতে বসা এক বুড়ো ভদ্রলোকে দেখল হাতের দস্তানা দিয়ে টাক মাথা মুছছে আর বিড়বিড় করে কিছু বলছে। টেকরাভায়াকভ বুড়োকে চিনল; আরে এযে ব্রিজহালভ! বেসামরিক জেনারেল, যোগাযোগ দফতরের বড় কর্তা; হায় কপাল! এর মাথায় থুথু পড়েছে। সে ভাবল “আমার দফতরের নয়, কিন্তু তবু কি রকম বাজে ব্যাপার হলনা! আমার অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত। ”

টেকরভায়াকভ গলা খেঁকরে পুরো শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে জেনারেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল “স্যর, ক্ষমা করবেন, ঘটনাক্রমে আমার থুথু আপনার------”

“আরে না না ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। ”

“আমি সত্যই দু: খিত, লজ্জিত স্যার; আমি ইচ্ছে করে এমনটা করিনি। ”

“বললাম তো ও কিছু নয়, আপনি প্লিজ, বসে পড়ুন, আমাকে শুনতে দিন। ”

টেকরাভায়াকভ বিব্রত বোধ করল, বোকার মত হাসি দিয়ে স্টেজের দিকে তাকাল, কিন্তু অভিনয়ের দিকে আর মন দিতে পারলনা, একটা চাপা অস্বস্তি তাকে ঘিরে ধরল। সে বিরতির সময় ব্রিজহালভ এর নিকটে গেল, তার পিছন পিছন হাঁটল; অবশেষে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল- “ক্ষমা করবেন স্যার, হ্যাচি এসে গেল–মানে ইচ্ছা করে থুথু - ”

“ওহো! যথেষ্ট হয়েছে, ও কথা আমি ভুলে গেছি। আপনি এখনও তা মনে করে রেখেছেন?”

জেনারেলের কথা বলার সময় ঠোটে এক অসহ্য’ ভাব এসে গেল।

টেকারভায়াকভ মনে মনে ভাবল- “জেনারেল ভুলে গেছে! কিন্তু তার চোখ ত অন্য কথা বলছে, ” সে সন্দেহজনক ভাবে জেনারেলকে লক্ষ করল-

”এটা নিয়ে সে কথা বলতেও চায়না। না, --আমাকে ব্যাখ্যা করতেই হবে---আমি তো সত্যিই– স্বাভাবিক নিয়মেই হাঁচি এসেছে, আমি হাঁচি দিয়েছি- এই কথাটা না বুঝাতে পারলে তিনি ভাববেন আমি ইচ্ছা করেই তার টাকে---এখন হয়ত ভাবছেন না, কিন্তু পরে ঠিকই ভাববেন। “

বাড়ি পৌছে টেকারভায়াকভ স্ত্রীকে ঘটনাটি বলল, সে যে ইচ্ছাকরে করেনি তাও বলল। তার স্ত্রী ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিলনা; যখন জানল যে ব্রিজহালভ অন্য বিভাগের বড়কর্তা তখন আরও আশ্বস্ত হল। স্ত্রী তবু বলল “তবুও যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও, না হলে উনি ভাবতে পারেন তুমি ভদ্র সমাজে কি ভাবে বিহেভ করতে হয় জাননা। ”

“আরে! আমিতো ক্ষমা চেয়েছি; কিন্তু উনি যেন কেমন ভাব করলেন, অবশ্য ঠিকমত কথা বলার সময় ওখানে ছিলনা। ”

পর দিন টেকারভায়াকভ ভাল করে সেভ করে, নতুন ইউনিফরম পরে, বেশ শেজে গুজে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্রিজহালভের বাড়ি গেল। বৈঠকখানা ঘরে দেখল কয়েকজন সাক্ষাত- প্রার্থী অপেক্ষা করছে আর জেনারেল তাদের সংগে কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কয়েকজনের সাথে কথা বলার পর তিনি টেকারভায়াকভের দিকে তাকালেন।

“স্যার, গতকাল অর্কাডিয়াতে, আপনার মনে পড়ছে স্যার, হঠাৎ করে হাঁচি দিয়ে আমি--স্যার ব্যাপারটা---”

“ননসেন্স! ---সব কিছুর একটা সীমা থাকা উচিত! ”

“আপনার জন্যে কি করতে পারি?”

পরের সাক্ষাতকারীর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন জেনারেল।

টেকারভায়াকভ দু: খ পেল, মনে মনে ভাবল

"উনি এ নিয়ে কথা বলতেও চান না। তার মানে রাগ করেছেন---না ব্যাপারটা ফেলে রোখা যায় না--- আমাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে।"
জেনারেল সব সাক্ষাত-প্রার্থীদের সাথে কথা শেষ করলেন; উঠছেন, ভিতরে যাবেন বলে। টেকারভায়াকভ জেনারেলের দিকে এক পা এগিয়ে বলে উঠল-" স্যার, আপনাকে হয়ত বিরক্ত করছি, কিন্তু আমি যে কি পরিমাণ দু:খিত বলে বুঝাতে পারছিনা; দয়া করে ক্ষমা করবেন, কালকের ব্যাপারটি ছিল একটা অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা।"
জেনারেল অসহায়ের মত মুখ করে হাত নাড়ল, বলল-" আপনি কেন আমার সাথে তামাশা করছেন, অ্যা!" এই বলে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেলেন।"তামসার কি আছে এখানে! না, তাকে চিঠি লেখে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হবে।"
এ রকম ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে হাঁটছিল। সে কোন চিঠি লিখতে পারল না, অনেক অনেক ভাবল কিন্তু ঠিক কি লেখবে ঠিক করতে পারলনা। কাজেই তাকে পরদিন ব্যাপারটা বুঝাতে আবার যেতে হল। "স্যার, কালকে আপনাকে বিরক্ত করেছি, কিন্তু কোন তামাশা করতে চাই নি, যেমনটা আপনি বলেছেন। হাঁচি দিয়ে থুথু ফেলার জন্যে ক্ষমা চাইছি, আপনার সাথে কি তামাসা করতে পারি! তা হলে মানুষের প্রতি মানুষের---
"দুর হও!" চিৎকার করে উঠল জেনারেল, তার সারা শরীর রাগে কাপতে লাগল। "কি কি বলছেন?" ভয়ে টেকরভায়াকভের মুখ দিয়ে ফিস ফিস আওয়াজ বের হল।
জেনারেল আবারও চীৎকার দিয়ে বলে উঠল-"দুর হও,"পা দিয়ে মেঝেতে শব্দ করল।
টেকরাভায়াকভের শরীরের মধ্যে কিছু ঘটে গেল, তার পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। সে ওঠে পড়ল কিন্তু কিছু দেখল না, কিছু শুনল না, পুতুলের মত দরজার দিকে গেল; রাস্তা দিয়ে চলতে থাকল। বোধ শূন্য ভাবে, যন্ত্রের মত–কোন রকমে বাড়ী পৌঁছাল, জামা কাপড় না খুলে, সোফায় লুটিয়ে পড়ল, তার প্রাণ চলে গেল।
গল্প এখানেই শেষ। আমরা অন্যের চোখে ভাল থাকতে চাই, অন্য ভাল বলুক সেটাই আমরা ইচ্ছা করি, কিন্তু নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

বৃষ্টি

কবিতা–ত. হ. সরকার

বৃষ্টি পড়ছে গুড়ি গুড়ি

বেয়ে মেঘদের সিঁড়ি

এই যে ভাই নাও পিড়ি

বসে খাও গুড় মুড়ি।

কত কাজ হাতে আমার

জ্বালাতন কর না আর

ভিজলে আমার আবার

ধাত আছে সর্দির।

ছেলেরা সব আসছে ধেয়ে

'রেনিডের' ছুটি নিয়ে

রাক্ষসের ক্ষুধা পেটে ধরে

ভাত দাও ভাত দাও করে

যাও এখন আর করনা দিক

হাতের কাজগুলো সারি ঠিক।

বৃষ্টির গান

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

পায়ে দিয়ে রূপার নূপুর

ভরছে সব খাল বিল পুকুর

ডাকছে ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘুঙুর।

শেষ যে হয়ে এল বেলা

সাঙ্গ করি ধুলা খেলা

চলছি বাড়ির পথে একলা

মনের মাঝে ভাবের মেলা।

বিছানায় যাই হাতে মুগুর

জ্বালাতন যদি করে কুকুর

স্বপ্নে দেখি রবি ঠাকুর

গান ধরেছে টাপুর টুপুর।

Quakers Hill Mosque Quran lessons for children

Lessons on weekdays.

Qualified male and female teachers available.

We also have afternoon and evening classes for girls and ladies.

Please contact:

Sherin 0408041491

Dr Maha 0402659788

নামাজ জান্নাতের চাবি:
শারমিনা পারভিন (পপি)

সেই ছোট্ট বেলার কিছু স্মৃতি এখনও আমার হৃদয় পটে ভেসে ওঠে আর বার বার আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমার শ্রদ্ধেয় বাবার সেই শাসনের বকুনী "ভোর হয়ে গিয়েছে, তোমরা এখনও ঘুমাচ্ছ? ওঠ মামানি নামাজ পরে নাও, আর মনে রেখ নামাজ বেহেশতের চাবি।" আজ অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছে, বাবা আর এই পৃথিবীতে বেচে নেই কিন্তু এখনও ভোর হলেই ফজরের নামাজের সময় আমার সেই কথাটি মনে পড়ে 'নামাজ বেহেশতের চাবি'। আজকে বাংলা পত্রিকা'সুবচন'এ নামাজ জান্নাতের চাবি-এ বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা জানি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ হল ২য় স্তম্ভ এবং নামাজ হল ফরজ ইবাদত আর ফরজ হল এমন একটি শব্দ যার অর্থ অবশ্য করনীয় বা পালনীয় অর্থাৎ যার অন্য কোন বিকল্প নাই। নবীজী(সা:) বলেছেন কিয়ামতের দিন বান্দাহের আমলনামার মধ্যে যে বিষয়ের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তা হল নামাজ।

নামাজ কি: নামাজের আরবী শব্দ হল সালাত; ইসলামী শরিয়ত অনুসারে নামাজ হল মহান সুবাহানা তালার দিকে মনোযোগ দেয়া, উনারই দিকে অগ্রসর হওয়া এবং জীবনের যা কোন কিছু একমাত্র তার কাছে চাওয়া এবং এমন এক বিশেষ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ সুবাহানা তালার গুণগান করা যেখানে রুকু ও সেজদা রয়েছে। আর এসমস্ত কাজকে একত্রে নামাজ বলা হয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেন"ইন্নাস সালাত আনিল ফাহশই ওয়ালসুনকার" অর্থাৎ নি:সন্দেহে নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত: ৪৫)

একজন প্রকৃত নামাযী মোমিন বান্দার মধ্যে আল্লাহ ভীতি রয়েছে, যে সত্যই তার রবকে একাগ্র চিত্তে স্মরণ করে তার দ্বারা কোন অন্যায় বা মন্দ কাজ হতে পারে কি? না পারেনা, কেননা নামাজ তাকে বাধা দান করে।

নামাজ ফরয হওয়ার ইতিহাস: হযরত ইবনে মালিক (রা:) হতে বর্ণিত আছে নবীজী (সা:) এর প্রতি মিরাজের রাতে প্রথমত পঞ্চাস ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়; অত:পর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়, হে মোহাম্মদ! নিশ্চয় জেনে নিও, আমার সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয়না; তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। হাদিস হতে জানা যায়, যে পবিত্র রজনীতে মেরাজ সংঘটিত হয় তখন মহান রব্বুল আল আমিন নবীজী (সা:) এর মাধ্যমে আমাদের জন্য বিশেষ উপহার স্বরূপ এই বিশেষ নেয়ামত–পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন এবং তা যথাযথভাবে আদায় করার কথা বলেছেন। ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামায এবং মহান রব্বুল আল আমিন ও তার বান্দাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হল এই নামায। আমাদের বর্তমান সমাজে অনেক মুসলমান আছে যারা নিয়মিত নামায আদায় করেন না, আবার কিছু মুসলমান একেবারেই নামায আদায় করেন না। কিন্তু একটু মনোযোগা দিয়ে পবিত্র কোরান ও হাদিস অধ্যয়ন করলেই নামাযের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

একটি বিশেষ হাদিস: রাবেয়া ইবনে কায়াব(রা:) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করিম(সা:) কায়াব(রা:) কে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও। জবাবে কায়াব(রা:) বললেন আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ পেতে চাই। নবীজী (সা:) বললেন এটা ছাড়া আর কি চাও? কায়াব(রা:) বললেন, আমি অন্য কিছু চাই না, ওটাই আমার জন্য যথেষ্ট; নবীজী(সা:) বললেন তাহলে বেশী করে নামায পড়ে আমার সহায়তা কর।

দুনিয়ার ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করতে করতে যখন ক্লান্তি অনুভব করি তখন মন চায় একটা সুন্দর যায়গায় যেতে, যেখানে কর্মব্যস্ততা থাকবেনা। তখন যদি একটা সুন্দর বাগানের সামনে দাড়াই তখন মনতো চাইবেই কিছুটা সময় এই ফুল বাগানে থাকি। কিন্তু একটা সময় পর আমাকে সেখান থেকে চলে আসতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহান রব্বুল আল আমিন যে জান্নাতের কথা আমাদের বলেছেন সেখানে অল্লাহপাকের সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য রয়েছে এমন সব নিয়ামত যা কেন চোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন অন্তঃকরণও তা সম্পর্কে ধারণা রাখেনি। সেই জান্নতে নেক বান্দরা থাকবে অনন্ত অনন্ত কাল ধরে।

তাই প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আসুন আমরা সবাই সেই চিরস্থায়ী প্রত্যাশিত জান্নাতের চাবিটি অর্থাৎ নামাজের হেফাজত করি অর্থাৎ যথাযথভাবে যথাযথ সময়ে নামাজ আদায় করি, মহান আল্লাহ সুবহান তায়লা অমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন, ওয়ালা তৌফিকি ইল্লাহ বিল্লাহ।

ঢাকা-না-ঢাকা সংস্কৃতি:

ত. হ. সরকার

আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ভাল জিনিষকে প্রকাশ করব, ছড়িয়ে দেব আর মন্দ, খারাপ যা কিছু ঢাকব, লুকিয়ে রাখব। পচা মালকে ঢাক, যেন গন্ধ বের না হয়। ভালর সুবাস চারদিক ছড়িয়ে যাক। এই ঢাকা-না-ঢাকা নিয়েই আজকে কিছু বলি।

আমাদের শরীর, বিশেষ করে নারীর শরীর কি ঢাকার, না না-ঢাকার বস্তু? পূর্ব দেশে- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে নারী শরীর ঢেকে রাখার ইচ্ছা দেখা যায়। বাড়ির ভিতর নারীরা একটু খোলামেলা অ-ঢাকা থাকতে পারে, তাতে কোন দোষ নাই কিন্তু বাড়ির বাইরে যেতে হলে নারীরা বেশ ঢেকে ঢুকে বের হয়। এটাই মোটামুটি চলতি নিয়ম। নিয়মের ব্যত্যয় হলে গোলযোগ হয়, বড় সড় হাঙ্গামাও হতে পারে। তাহলে- ”মন্দ ঢাকব, ভাল অ-ঢাকা রাখব”এর কি হবে? নারী শরীর কি তাহলে মন্দ কিছু যাকে ঢেকে ঢুকে রাখতে হবে! তাতো নয়, নারী সৌন্দর্যের প্রতীক; প্রকৃতি বিধাতা নারীকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। নারীর সৌন্দর্যে পুরুষ আকৃষ্ট হবে, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখবে; উৎকৃষ্ট গান, কবিতা, চিত্রকলা নির্মাণ হবে। তবে তা কেন হবে ঢাকার বা লুকিয়ে রাখার বস্তু!

জিজ্ঞেস করলাম আমার ঐ...তাকে। ফোঁস করে ফণা তুলে বলল” ঢাকবনা! ঐ হ্যাংলা বদমায়েশ লোকগুলো কেমন তাকিয়ে থাকে যেন চোখ দিয়ে গিলে খাবে। এমন তাকায় যে মনে হয় যেন জামা কাপড় ভেদ করে দেখছে; ঐযে হিন্দি গান আছে না “চোলি কা পিছে কেয়া হ্যায়”, সেরকম। নিজেকে নাঙ্গা মনে হয়।”

”তা কাপড় তো দৃষ্টি তীরকে আটকাতে পারেনা, তাহলে ঢেকে ঢুকে লাভ কি?”

”না, তবু ঢেকে ঢুকে রাখলে অস্বস্তি কম হয়, বদমাশগুলোর সুবুদ্ধি হয়, চোখ সরিয়ে নেয়।’

”তবে যে শুনি কেউ না তাকালে মেয়েরা রাগ করে, দু:খ পায়; ভাবটা এমন যে হায়রে কপাল! আমি এত কুৎসিত, এত তুচ্ছ যে কেউ তাকিয়েও দেখেনা।”

”কি ব্যাপার, মেয়েদের সাইকোলজি নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা? হল কি তোমার?”

”না, কিছুনা। তোমরা মেয়েরা না কেমন জটিল মনের, উল্টা পাল্টা সব চিন্তা ভাবনা।”

”উল্টা পাল্টা কিছু না, আমরা মেয়েরা ছেলেদের চোখ, তাকানো দেখলেই বুঝতে পারি কে কেমন মনে তাকাচ্ছে। কার দৃষ্টি ফুলের মত স্নিগ্ধ, পবিত্র; আর কে ধূর্ত, লোভী। আমাদের সিক্সথ সেন্স বলে দেয় কখন বেশী ঢাকাঢুকা দিয়ে চলতে হবে।”

”হু, কিন্তু পশ্চিম দেশের মেয়েদের দিকে তাকাও, দেখবে কেমন স্বচ্ছন্দে ঢাকা ঢুকা খুলে ফেলে চলছে। কোন দ্বিধা সংকোচ নাই, লোভী দৃষ্টির তোয়াক্কা না করে, সামান্য মওকা পেলেই সব ঢাকাঢুকা খুলে ফেলছে। এমনিতে শীতের দেশ, শরীর একটু বেশী করেই ঢাকতে হয়, তবুও ঘরের মধ্যে অল্প বসনে সংকোচ নাই বা দেখবে সামারে স্বল্প বসনা সুন্দরী রূপের ছটায় চারপাশ উজ্জ্বল করে চলছে। সে স্বল্প বসন কেমন শুনবে? সৈয়দ মোজতবা আলীর ভাষায় ‘আমার টাই দিয়ে তাদের তিন খানা স্নান-পোশাক বানানো যায়।’ তদের ভাবখানা এমন যে, দেখ আমায় দেখ, আমি কত সুন্দর। অমি তা লুকিয়ে রাখব কেন? আমি কি কুৎসিত? তাদের সাহসিকতায় বোধ হয় লোভী দৃষ্টিও ভোতা হয়, সংকুচিত হয়।” আমার সে-- -অনেকক্ষণ থম মেরে থেকে বলল “হু, ভাববার বিষয়; তবে জান কি, আমরা মনে করি আমার সৌন্দয শুধু বিশেষ একজনের জন্য, সবার জন্য নয়। কিন্তু ওরা তা মনে করেন না, ওদের ফিলসফি ‘A thing of beauty is joy for ever, is joy for all.’

”হতে পারে, তবে জান, এই ঢাকা-না-ঢাকার বাইরে আরেক রকম ব্যাপার আছে যাকে বলা যেতে পারে ঢেকেও না-ঢাকা সংস্কৃতি।” “সে কেমন?”

“এই যে বোরকা, নারী শরীর ঢাকার উত্তম ব্যবস্থা; কিন্তু আমাদের দরজীরা এমন বোরকা বানান যে শরীরের ভাইটাল জায়গাগুলো বেশ স্পষ্ট হয়, বোঝা যায় তোমার মাপ ৩৬-২৫-৩৮ না আর কিছু।”

”আচ্ছা বলেছ, তোমার চোখ আছে দেখছি–’ ঢেকেও-না-ঢাকা।’ ”

”না, কাজ আছে, চলি।”

”আরে শোন, সৈয়দ সাহেবের বোরকা নিয়ে একটা গল্প। কাবুলে রুশ-রাজদূতের বৈঠকখানায় আড্ডা জমে উঠেছে, উপস্থিত আছেন রুশ সুন্দরী ছাড়াও অনেক মাদাম, মাদমোয়াজেল। কথা উঠল বোরকা নিয়ে, আফগান মহিলারা বোরকায় মুখ ঢাকে কেন? মুজতবা আলী বললেন- ”কারণ যাই হক, এতে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই।” ”সে কেমন?” সবার উত্তেজিত প্রশ্ন। ‘দেখুন, অমুক মাদাম, তমুক মাদমোয়াজেল-এর মত কয়জন সুন্দরী অমরা দেখি? তাহলে পাইকারি হারে বোরকা চালালে আমাদের লাভ না? চোখের কিছু আরাম হয়।

ঢাকা-না ঢাকা এক সাথে

যাদের মুখে ভাষা নেই:

মাহমুদা রহমান

'কথায় বলে অন্ধজনে দেহ আলো' কিন্তু যারা মূক বা বাকপ্রতিবন্ধি তারা কি ভাবে আলোকিত হবে? আজকে লেখব বাকপ্রতিবন্ধিদের নিয়ে। কি ভাবে, এরা মনের ভাব প্রকাশ করে? ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা দিবস পালিত হয়। মায়ের ভাষার জন্য ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, অনুপ্রেরণার উৎস এই মাস। যাদের মুখে ভাষা নেই, তাদের ভাব প্রকাশের ধারাগুলো কেমন হতে পারে।

দুই প্রকারের ভাষা প্রতিবন্ধী লক্ষ্য করা যায়–শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক। প্রকৃতিগত ভাবে জন্মের পর থেকে কেউ কথা বলতে না পারে তবে সেটাকে শারীরিক ভাবে ভাষা প্রতিবন্ধী বলে। আর সাংস্কৃতিক ভাবে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আমরা পাই- বিভিন্ন অসুখ, যেমন স্ট্রোক, অভিব্যক্তির অভাব, আত্মবিশ্বাস না থাকা, শব্দ ভান্ডার পর্যাপ্ত না থাকা, তোতলানো, বাক স্বাধীনতার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদি।

আমেরিকান স্পিচ ল্যাংগুয়েজ হিয়ারিং এসোসিয়েশনের মতে যখন কোন ব্যক্তির সঠিক, স্পষ্ট ভাবে শব্দ উচ্চারণে সমস্যা হয় তখন মনে করা হয় তার স্পিচ বা কথার ডিসঅর্ডার রয়েছে। তাদের শব্দ উচ্চারণে অনেক সমস্যা হয়। অন্যদিকে যাদের নিজেদের চিন্তাধারা, অনুভূতিগুলো অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে সমস্যা হয় তাদের language বা ভাষার disorder রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ও বাচ্চার সবারই কথা এবং ভাষার ডিসঅর্ডার হতে পারে। আমি আলোচনা করব বাচ্চাদের ভাষা বিকাশের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। আমার বাচ্চার কথা বলার পর্যায়টি সঠিক পথে আছে কি না সেটা আমি কি ভাবে বুঝবো? দেখা যাক জন্মের পর থেকে ৫-৬ বছর পর্যন্ত বাচ্চার ভাষা প্রকাশের স্বাভাবিক পর্যায়গুলো কেমন।

জন্মের সময় কান্না, ২-৩ মাস থেকে ১২ মাস পর্যন্ত আধোবোল, ছন্দময় গুঞ্জন, হাত পা নেড়ে সত্যিকার কথার অনুকরণ করতে দেখা যায়। ১২মাস থেকে ২বছরে বাচ্চা ১টা ২টা শব্দ দিয়ে শুরু করে শব্দ ভাণ্ডার বাড়াতে থাকে; ২শব্দের বাক্যবলা, বিদায় দেয়া, জীবজন্তুর শব্দ করা ও নিজের চাহিদা সবাইকে বুঝাতে পারে। দুই বছরের পর থেকে শব্দ ভান্ডার বাড়তে থাকে, নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করতে পারে, রং মেলাতে পারে, ছোট বড় সম্পর্কে জানে। তারপর গল্প বলা, ছড়া বলা, রাস্তার নাম বলতে পারে। ৩-৪ বছরের মধ্যে শব্দ ভান্ডার হাজারে উন্নীত হয়। ৫-৬ বছরে শব্দ ভান্ডার দেড় হাজার, দুই হাজারে উন্নীত হয়। ৫-৬ বছরে রাস্তার বিভিন্ন দিক, উপর-নীচ, কাছে-দূরে, নিজের ঠিকানা বলতে পারে।

কোন বাচ্চার কথা বলার সমস্যা সনাক্ত করার জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় তা হলো–

১. হিয়ারিং টেষ্ট - এই পরীক্ষাতে নিশ্চিত হওয়া যায় বাচ্চার কানে কোন সমস্যা আছে কিনা?

২. Speech pathologist দ্বারা সম্পন্ন পরীক্ষা- যেখানে বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ দক্ষতার পর্যায় তুলনা করা হয়।

৩. বিভিন্ন অবস্থায় বাচ্চা সবার সাথে কেমন আচরণ করে তার জন্য সরাসরি কাছে থেকে নিরীক্ষণ।

৪. স্নায়ু মনোস্তত্ত্ববিদ এর সাহায্যে কোন cognitive সমস্যা, চোখের সমস্যা সনাক্ত করা।

যাদের কথা বলতে সমস্যা হয় বা মূক প্রতিবন্ধি তাদের জন্য রয়েছে--

. Sign Language: হাত নেড়ে, মুখের অংগ ভংগী, শরীরের নানা রকমের ভঙ্গিমা করে বুঝানো।

Picture Exchange Communication System: ১৯৮৫ সালে pecs প্রথম একটি অনন্য উপায় হিসাবে গড়ে ওঠে। এখানে যোগাযোগ করার জন্য একজন সঙ্গী প্রয়োজন হয় যিনি বিভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বনে মূক প্রতিবন্ধীদের নূন্যতম যোগাযোগে দক্ষ করে তোলে।

Augmentative and Alternative Communication: এধরনের যোগাযোগ মুখের নানা ধরনের ভঙ্গিমার সাহায্যে চিন্তা ভাবনা, প্রয়োজন, চাহিদা এবং ধ্যান ধারনার প্রকাশ ঘটায়। লেখা, প্রতীক, ছবি অথবা দৈহিক অঙ্গভঙ্গি এধরনের যোগাযোগ গুলোর প্রধান মাধ্যম।

উপরের মাধ্যমগুলো বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রযোজ্য। অপরদিকে অনেক সময় বাচ্চারা বাক প্রতিবন্ধী না হয়ে দেরিতে কথা বলা বা Language Delay ধরনের হতে পারে। তাদের জন্য মা-বাবা হিসাবে নিচের কাজগুলো করতে পারি:

১. জন্মের পর থেকেই বাচ্চার সাথে কথা বলা; এতে কথা শুনে নবজাতকের মধ্যে ইতিবাচক ভাবে কথার বিকাশ ঘটে।

২. বাচ্চার অধোবোল বা গুঞ্জন ফিরিয়ে দেয়া এবং বাচ্চার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তারা যখন কথা বলে তখন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা। বাচ্চাকে কথা বলার জন্য জোরজবরদস্তি করা উচিত নয়।

৩. বই পড়তে হবে, গান গাওয়া ও শেখায় উৎসাহী করতে হবে।

৪. বাচ্চার সাথে খেলা করা, পারিবারিক ছবি দেখা ও তার সাথে প্রচুর কথা বলতে হবে।

যে কোন বাচ্চার জন্মের পর প্রথম বছরটি যোগাযোগ এবং ভাষার নানা রকম বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় বাচ্চার ভাষাগত কোন সমস্যা হলে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

খালেদা জিয়ার পুত্রের দেহাবসান:

গত শনিবার, ২৪ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার ছোটে ছেলে আরাফাত রহমান কোকো মারা যান। সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাকে দ্রুত এম্বুলেন্সে করে মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল হাসপাতালে নেয়ার কালে মারা যান। আরাফাত ১/১১ পর থেকে সপরিবারে মালয়েশিয়ায় থাকতেন। বেলা পৌনে দুটোর দিকে ঢাকায় তার মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। দু: সংবাদ নিয়ে গুলশানে আসেন তার ভাই সাঈদ ইস্কান্দার; সংগে ছিলেন স্ত্রী নাসরিন সাঈদ, শামীম ইসকান্দরের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। খবর শুনে খালেদাজিয়া প্রথমে নির্বাক থাকেন পরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। খবর শুনে ২০ দলের নেতা কর্মীরা ছুটে আসেন। মওদুদ আহমেদ, মাহবুবুর রহমান, নজরুল ইসলাম, রফিকুল হক মিয়া প্রমুখ নেতারা, প্রবীণ আইনজীবী রফিকুল হক, প্রাক্তন উপাচার্য এমাজউদ্দীন সহ অনেকে আসেন। খলেদা জিয়ার কক্ষের দরজা বন্ধ থাকায় কেউ তার সাথে দেখা করতে পারেননি। খালেদাজিয়ার বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস জানান, তাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পারিয়ে রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মালয়েশিয়া এয়ার লাইনসের একটি ফ্লাইটে কোকোর মরদেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কফিনে রাখা মৃতদেহ গুলশানে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। মা খালেদা জিয়া পুত্রের মুখে হাত বুলিয়ে শেষবারের মত আদর করেন। আত্মীয় স্বজনরা তাকে ঘিরে ছিলেন। এরপর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জানাজার জন্য মৃতদেহ নেয়া হয়। সেখানে খতীব অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ জানাজার নামাজ পড়ান। সংক্ষিপ্ত দোয়ায় তিনি মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

মৃত্যুকালে আরাফাত রহমানের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বছর। দুর্নীতি, আয়কর ফাকি, চাঁদাবাজির জন্য তার নামে ৬টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে মানি লন্ডারিং মামলায় তার ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। তার মৃত্যুতে অবরোধ, হরতাল কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হয়নি।

সমবেদনা জানাতে গিয়ে ফিরে এলেন হাসিনা:

শনিবার রাত ৮.৩৬মিনিটেপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবনে গিয়েছিলেন তার ছেলের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে। কিন্তু বাড়ির গেট বন্ধ থাকায় ফিরে এলেন তার সংগে ছিলেন মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল, সাবেক মন্ত্রী দীপু মণি ওঅনেকে। তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, একজন মা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলনা। খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসেছেন শুনে তিনি দৌড়ে গেটের কাছে এসেছিলেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি চলে গেছেন। তিনি আরও জানান খালেদা জিয়াকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে; তিনি অসুস্থ একথা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সুস্থ হলে তার সংগে আলাপ করে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংলাপ চাই–সংলাপ চাই না:

অবরোধ হরতালে আতংকগ্রস্থ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তি চায়, একটি স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত রাজনীতিকরা তা হতে দেবে না। এই অবাস্তব অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে উভয়পক্ষের নেতা নেত্রীদের শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়া প্রয়োজন; দুপক্ষই কিছু ছাড় দিয়ে সমঝোতায় আসা দরকার। উভয় পক্ষকে সংলাপে বসার জন্যে উদ্যোগ নিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ২০জোটের চেয়ারপার্সন সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে নাগরিক সমাজ। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার শামসুল হুদা স্বাক্ষরিত পৃথক তিনটি চিঠি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বি এন পি চেয়ারপার্সন বরাবর পাঠানো হয়। কিন্তু প্রথমেই আপত্তি তোলে আওয়ামী লীগ, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বলেন উদ্যোগে অনেকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে, "আততায়ীর সাথে নিশ্চয় আপনি আলোচনায় বসতে পারেন না। আগে নির্মমতা বন্ধ করুক, তখন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে।" বি এন পির স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহবুবুর রহমান বলেন– আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাব, ইতিবাচক ভাবে নেব। খালেদা জিয়া বলেছেন–তিনি সংলাপ চান; এখন এটা সম্ভব।

দেশের চলমান ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য গত ৭ই ফেব্রুয়ারি সব শ্রেণী- পেশার লোকজনদের এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যের আলোকে ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে' জাতীয় সংকট নিরসনে জাতীয় সংলাপ' শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়। জ্বালাও পোড়াও থেকে রক্ষা পেতে, শিক্ষার

সংলাপ হবে কি?

পরিবেশ- ব্যবসা চালানোর পরিবেশ আনতে, পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক

করতে সংলাপ দরকার। সকল সক্রিয় রাজনীতি দল, শ্রেণী-পেশার লোকজনের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে হবে।।
সংলাপের চাপ আছে বিদেশ থেকে, আছে জাতিসংঘ থেকে। আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ কিছু দেশ ইতিমধ্যে সংলাপের মাধ্যমে সংকট নিরসনের কথা বলেছে। বাংলাদেশের চলমান সহিংসতায় জাতিসংঘ উদ্বিগ্ন; বাংলাদেশ সরকারের সাথে সমন্বের জন্য জাতিসংঘ তার সাবেক রাজনীতি বিষয়ক সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নানোডজ তারানকোকে দায়িত্ব দিয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্য-এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল তার সাথে বৈঠক করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে বাংলাদেশ সংকট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে মত পার্থক্য দুর করতে তারানকো ২০১২-১৩ সালে তিনবার ঢাকা আসেন; ২০১৩সালে ৬ডিসেম্বর ছয় দিন থেকেও উভয় পক্ষকে শুধু আলোচনার টেবিলে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, মত পার্থক্য দুর করতে পারেননি। দেখা যাক এবার কি হয়।

বিনোদন:

বাংলা সিনেমার দুই অকাল প্রয়াত নায়ক:

বাংলা সিনেমার দুই অকালে প্রয়াত নায়ক-সলমান শাহ ও মান্না। সলমান শাহ মাত্র ২৫ বছর বয়েসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল সি এম শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন। বি টি ভি-র 'পাথর সময়' সিরিয়ালে প্রথম বিনোদন জগতে পদার্পণ করেন, টেলিভিশনে পণ্য-বিজ্ঞাপনে মডেলেরও কাজ করেন। ১৯৯৩ সালে হিন্দি ছবি' কেয়ামত সে কেয়ামত' এর বাংলা পুনর্নির্মাণ-' কেয়ামত থেকে কেয়ামত' এ অভিনয় করে দর্শক মন জয় করেন। ব্যবসা সফল এই ছবিটিই তাকে নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এরপর প্রায় ২৬টি ছবিতে অভিনয় করেন। তার ছবির নায়িকা ছিল প্রথমে মৌসুমি এবং পরে শাবনুর। তুমি আমার, অন্তরে অন্তরে, দেনমোহর, মহামিলন প্রভৃতি তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবি। অভিনয় জগতে যখন তার নাম ডাক তুঙ্গে তখন সহসাই তিনি মারা যান, তাকে তার শোয়ার ঘরে সিলিং থেকে দড়িতে ঝুলতে দেখা যায়। কি কারণে এত অল্প বয়েসে তিনি আত্মহত্যা করেন তা জানা যায়না। অবশ্য তার মা অভিযোগ করেন-তিনি আত্মহত্যা করেননি তাকে মারা হয়েছে। এভাবেই এক প্রতিশ্রুতিশীল নায়ক অভিনেতা ঢাকার চিত্রজগত থেকে বিদায় নেন, যার মৃত্যুতে চিত্রজগত এক সফল অভিনেতাকে হারাল।

সলমান শাহ

সলমান শাহ এর পর আমরা আরেকজন সফল অভিনেতা মান্নাকে হারাই। তিনিও মাত্র ৪৩ বছর বয়েসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল এস এম আসলাম তালুকদার। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় জন্ম নেন ১৯৬৪ সালের ৬ডিসেম্বর। এফ ডি সি এক প্রতিভা অন্বেষণ চেষ্টা চালায় ১৯৬৪ সালে, সে চেষ্টায় তারা মান্নাকে খুঁজে বের করেন। তার অভিনীত প্রথম ছবি 'তওবা' ১৯৮০সালে মুক্তি পায়। দাঙ্গা, তারাস, চালবাজ, আম্মাজান প্রভৃতি ব্যবসা সফল ছবিতে তার অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। তিনি ছবি প্রযোজনাও করেন। লুটতরাজ, আব্বাজান, লালবাদশাহ, দুই বধূ এক স্বামী প্রভৃতি তার প্রযোজিত ছবি। ২০০5 সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরষ্কার পান। তার মৃত্যুতে চিত্র প্রযোজকদের প্রচুর ক্ষতি হয়, প্রায় ২৫কোটি টাকা তার ওপর লগ্নি করা হয়েছিল। ২০০ওপরে ছবিতে অভিনয় করেন। ফেব্রুয়ারি ৭, ২০০৮ সালে মৃত্যু বরন করেন। মৃত্যুর ৭বছর পর এবছর ২৬ মার্চ তার অভিনীত ছবি 'লীলা মন্থন' মুক্তি পাচ্ছে। এ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন-মৌসুমী, পপি, শাহনূর অনেকে।

মান্না

গড ফাদার:

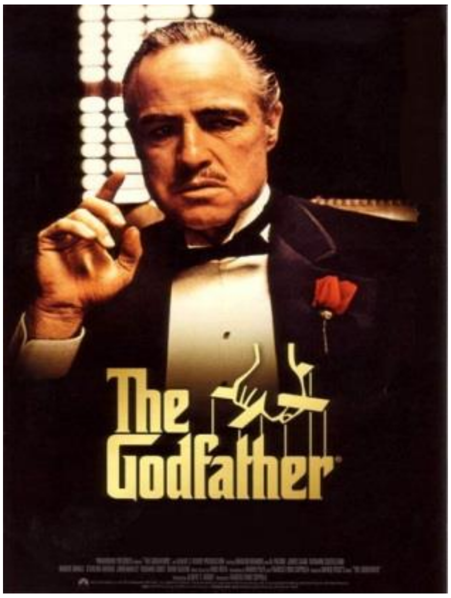

মার্লোন ব্রান্ডো

হলিউড সিনেমা' গড ফাদার' সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমূহের মধ্য অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। মারিও পুজোর লেখা বই গড ফাদার অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৭২ সালে। মাফিয়া ক্রাইম পরিবারগুলোর রেষারেষির কাহিনী বিধৃত আছে সিনেমাটিতে। ভিটো কর্লেন এক মাফিয়া বস, যার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষীয়মাণ। তার তিন ছেলের ছোট ছেলে মাইকেল পরিবারের দুর্নাম ঘুচিয়ে সুনাম অর্জনের চেষ্টা চালায়। সে মাফিয়াদের খুন খারাপি মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু অবস্থার ফেরে সে ক্রমান্বয়ে দুর্দান্ত মাফিয়া বস-এ পরিণত হয়।
৭৩.৫ মিলিয়ন ডলার বাজেটের ছবিটি সারা বিশ্বে ৫৫০ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে; শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য এর অস্কার লাভ করে। আরও সাতটি বিভাগে মনোনয়ন পায়। ভিটো কর্লেন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মার্লোনব্রান্ডো, সেরা চিত্রনাট্যের জন্য মারিও পুজো এবং ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা একত্রে পুরস্কৃত হন। ছবিটি পরিচালনাও করেন কাপোলা। গড ফাদারের সাফল্যের পর ১৯৭৪ সালে গড ফাদার-২ এবং ১৯৯০সাল গড ফাদার-৩ চিত্রায়িত হয়। গড ফাদার গত ৩০ জানুয়ারি সিডনির অপেরা হাউসে প্রদর্শিত হয়, বিপুল সংখ্যক দর্শক ছবিটি উপভোগ করেন।

টাকার গরম না অর্থ লালসা:

হলিউড অভিনেত্রী কিম কারডাশিয়ানকে এক রাতের জন্য এক মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছেন সৌদি যুবরাজ। প্রস্তাবটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টারগামের মাধ্যমে দেওয়া হয়। নতুন বছর জানুয়ারিতে সৌদি পরিবারের পার্টিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ কিমকে জানানো হয়। এধরনের প্রস্তাব অবশ্য তার জন্য নতুন নয়, ২০১৩সালের ভিয়েনা বলে ৮১ বছরের বিলিয়নিয়ার রিচার্ড লুগনারের সাথে এক রাতের জন্য তিনি ৫০হাজার ডলার ব্যাগে পোরেন। সৌদি যুবরাজের প্রস্তাবটিও তিনি গ্রহণ করতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। ৩৪ বছর বয়সী কিম রয়পার কেন ওয়েস্টের সংগে সংসার করছেন, তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে। এধরনের ঘটনাকে কি বলা যেতে পারে–টাকার গরম না অর্থ লালসা? বোধ হয় দুটোই।

কিম কারডাশিয়ান

বাংলা ভাষা শিখুন:

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা। আসছে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মযদা দানের লড়ায়ে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক ও আরও অনেকে। তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে বাংলা শেখার ২য় পাঠ দিচ্ছি।

বাংলায় কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার হয়, এগুলো ইংরেজি vowel a e i o u এর মত কাজ করে। নিচের ১ম কলামে চিহ্নগুলি আছে, পরের কলামগুলিতে এদের প্রয়োগ দেখান আছে।

া - a	ব-বা Ba	ম-মা Ma	চ-চা Cha	ক -কা Ka
ি ী - i	ব-বি বী Bi	ম-মি মী Mi	চ-চি চী Chi	ক -কি কী Ki
ু ূ - oo	ব-বু বূ Boo	ম-মু মূ Moo	চ-চু চূ Choo	ক -কু কূ Koo
ে - e	ব-বে Be	ম-মে Me	চ-চে Che	ক -কে Ke
ৈ - oi	ব-বৈ Boi	ম-মৈ Moi	চ-চৈ Choi	ক -কৈ Koi
ো - o	ব-বো Bo	ম-মো Mo	চ-চো Cho	ক -কো Ko
ৌ - ou	ব-বৌ Bou	ম-মৌ Mou	চ-চৌ Chou	ক -কৌ Kou

এছাড়া ং : ৎ কম ব্যবহৃত চিহ্ন।

চিকিৎসা নিয়ে কথাবার্তা:

একজন চিকিৎসক

আমরা জেনেছি (সুবচন ১ম সংখ্যা) হেলেনের বাবা-মা দেশ থেকে এসেছেন, তাদের চিকিৎসা নিয়ে তিনি ব্যস্ত। বাবার চিকিৎসার কথা তিনি আগে বলেছেন, আজ মার চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবেন।

তার মার প্রধান অসুখ-ব্যথা, বেদনা। এ ছাড়া কিডনীর অবস্থা ভাল না, রক্ত চাপও বেশী। এক্সরে, এম আর আই আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় সন্দেহাতীত ভাবে রোগ প্রমাণিত হল–অসুখটি অস্টিওআর্থারাইটিজ, এক ধরণের বাত। এই বাতে হাড়-জোড়ায় ব্যথা হয়। সাধারণত যেসব হাড়-জোড়া শরীরের ভার বহন করে, যেমন হাঁটু, কোমর, শিরদাঁড়া এগুলোতেই বেশী ব্যথা লাগে। কোন হাড়-জোড়াকে সঠিক রাখে-- কার্টিলেজ, (কুশনের মত হাড়ের প্রান্তের গদি, যার জন্যে হাড়জোড়া স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে), লিগামেন্ট (শক্ত ফিতা যা হাড়-জোড়ায় হাড়গুলোকে শক্ত করে ধরে রাখে), এবং টেনডন (দড়ির মত যা হাড়কে মাংস পেশির সাথে আটকে রাখে)। সাধারণত: হাড়-জোড়া রক্ষাকারী কার্টিলেজ এই অসুখে ভেঙে যায়, ফলে ব্যথা হয়, হাড়-জোড়ার নমনীয়তা লোপ পায়। কার্টিলেজের নিজের কোন রক্ত সাপ্লাই নাই, সাইনোভিয়াল তরল এর দ্বারা এর পুষ্টি রক্ষা হয়। কোন আঘাতের জন্যে, বহু ব্যবহারের কারণে (যেমন কারও কাজ যদি এমন হয় যে তাকে বারবার হাঁটু ভেঙে উঠবস করতে হয় কিম্বা কোমর ভেঙে উপর নিচ শরীর ঝুঁকাতে হয়, সিঁড়ি দিয়ে বেশী উঠা নামা করতে হয় বা ভারি ওজন তুলতে হয় যাতে শিরদাঁড়ায় চাপ পরে) তাহলে হাড়সহ এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ব্যথা করবে। বংশগত কারণেও এই বাত-ব্যথা হতে পারে।

অস্টিওআর্থারাইটি এর তেমন কোন চিকিৎসা নাই, এই ব্যথা পুরোপুরি সারেনা। তবে ব্যথাকে সহনীয় পর্যায়ে রেখে দৈনন্দিন কাজ কর্ম, চলা-ফেরা করা যায়। প্রথমেই দরকার ওজন ঠিক রাখা, অতিরিক্ত ওজন হাড়জোড়ায় বেশী চাপ দিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে দেবে। ব্যায়াম করে ভাল ফল পাওয়া যায়। ফিজিওথেরাপিস্ট এর পরামর্শ নিয়ে নির্দেশিত ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার। কখনও সার্জারি করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

হেলেনের মা মেয়ের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনে বোঝার চেষ্টা করেন, সব বুঝতে না পরলেও এটা জানলেন যে তার ব্যথা যাবার নয়। মনটা খারাপ হল, কিন্তু মেনে নিলেন; ভাবলেন বয়স হয়ে গেছে আর কত বাঁচবেন। ফিজিওথেরাপিস্ট এর সাথে এপয়েন্টমেন্ট নেয়া হল; তিনি ঘাড়, শিরদাঁড়ার জন্য ব্যায়াম করতে দিলেন।

আরও একটা বিষয়ে সমস্যা দেখা দিল, মার বোন ডেনসিটি অর্থাৎ হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষায় দেখা গেল ঘনত্ব বেশ কম, তার হাড় পোরাস-ছিদ্রযুক্ত, ভঙ্গুর। অল্পতেই মার হাড় ভেঙে যেতে পারে। রোগটির নাম অস্টিওপোরোসিস। এধরনের রোগীদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, কোন কারণে পা পিছলে পড়ে গেলেই হাত, পা ভেঙে যায়। হেলেনের মনে পরে গেল গত বছর তার মা আমেরিকায় তার বোনের বাসায় সকালে হাটতে গিয়ে পড়ে যান. সামান্য পতন কিন্তু তাতেই তার হাত ভেঙে যায়। নিয়মিত ব্যায়াম করা, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া ছাড়া নিরাময়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন।

খেলাধুলা

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ:
১৪ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল ২০১৫ বিশ্ব কাপ ক্রিকেট, শেষ হবে ২৯ মার্চ। ১৪টি ভ্যেনুতে ৪৯টি ম্যাচ খেলা হবে ৪৪দিনে। ভ্যেনুগুলি অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বড় বড় শহরে অবস্থিত। মেলবর্নে অনুষ্ঠিত হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক খেলায় শিশুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে; গ্রুপ পর্বে শিশুদের জন্য টিকিটের মূল্য ৫ডলার আর ফাইনালের টিকিট মূল্য-৬০ ডলার।
প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড- কে শোচনীয় ভাবে হারায় এবং শ্রীলঙ্কাকে হারায় নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় দিনের চির-চারিত উত্তেজনাপূর্ণ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে ভারত ম্যাচ জিতে নেয়, (ভারত-৩০০রান, পাকিস্তান -২২৪)।
বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বে প্রতিপক্ষ- আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। মাশরাফি-বিন-মর্তুজার অধিনায়কত্বে ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দলে ৯জনের প্রথম বিশ্ব কাপ; বাকীদের ১বার, ২বার অভিজ্ঞতা আছে। প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া-১১, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরেছে।

অবশ্য গ্রুপ পর্বের ১ম ম্যাচে আফগানিস্তান কে ১৩১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ (বাং. দেশ-২৬৭, আফগান-১৩৬); মুশফিক সর্ব্বোচ্চ-৭১, সাকিব-৬৩; মাশরাফি নেন ২০ রানে ৩ উইকেট। সাকিব ১২০ O D I খেলায় ব্যক্তিগত ৪০০০রানের মাইল ফলকে পৌছান। মুশফিক ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান।

আফগানদের হারিয়ে সহাস্য বাংলাদেশদল

বিউটি টিপ

পাঁচ মিনিটে উজ্জ্বল ত্বক
ইশরাত রহমান (এষা)

ত্বকের আর্দ্রতা হারিয়ে যাচ্ছে? রূপচর্চা করার মত সময় হাতে নেই? নো প্রবলেম.... মাত্র পাঁচ মিনিটে ফিরে পেতে পারেন আর্দ্রতা ও উজ্জ্বলতা। আপনার প্রয়োজন হবে: - উপকরণ:
(১) এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল (২) ১/২ টেবিল চামচ মধু (৩) ছোট একটা লেবুর অর্ধেক রস, আনুমানিক ১/২ টেবিল চামচ
প্রস্তুত প্রণালী: ভালমতো সবগুলো উপকরণ একটি কাচ পাত্রে মিশিয়ে নিন। মিশে-গেলে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে circular motion বা ম্যাসেজ করুন। মিশ্রনিটি লাগাবার আগে মুখটা ভালমত ধুয়ে, মুছে নিতে ভুলবেন না। face mask টি শুকিয়ে গেলে/ টান টান অনুভব করলে হালকা গরম কুসুম পানি দিয়ে টাওয়েল দিয়ে আলতো করে মুছে নিন। আয়নায় চেহারা দেখুন, পার্থক্যটি নিজেই বুঝতে পারবেন। এই face mask টি স্বাভাবিক থেকে শুষ্ক ত্বকের জন্য উপযোগী।
চট জলদি মুখে ক্লান্তি ভাব দূর করতে করণীয়: আমাদের সবার ফ্রিজেই আইস কিউব থাকে। খুববেশী ক্লান্তি লাগলে একটি পাতলা কাপড়ে একটা বরফ টুকরা পেঁচিয়ে সারা মুখে আলতো করে বুলিয়ে নিন। যদি ফ্রিজে ice pack থাকে তবে তাও পাতলা কাপড়ে জড়িয়ে মুখে, ঘাড়ে, চোখে বুলিয়ে নিন আলতো করে। দুমিনিটেই আপনি নিজেই ফ্রেস অনুভব করবেন।

রান্না- বান্না
কাচ্চি বিরিয়ানী:
আসমা খানম (রুমু)

উপকরণ:
খাসির মাংস-১ কেজি
বাসমতী চাল-১/২ কেজি
আলু - ৩ টি মাঝারি আকারের (৪ টুকরা করে কাটা)
পেঁয়াজ- ১ কাপ(কুঁচি করা), টক দই-১ কাপ, দুধ-১ কাপ, দারুচিনি-৪ টুকরা, এলাচ-৫-৬ টি, লবঙ্গ-৩-৪ তেজপাতা-৪ টি, রসুন বাটা- দেড় টেবিল চামচ, আদা বাটা-দেড় টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়া-১ চা চামচ জিরার গুঁড়া-১ চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া- ১ চা চামচ, গোল মরিচের গুঁড়া- ১ চা চামচ, জয় ফল গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, জয়ত্রী গুঁড়া- ১/২ চা চামচ, আলুবোখারা- ৭-৮ টি, কিসমিস -১০ টি, কেওড়া জল- ১/২ টেবিল চামচ, চিনি-১ চা চামচ, ঘি- ১/২ কাপ, তেল- ২ টেবিল চামচ, লবণ- ২ টেবিল চামচ অথবা আপনার স্বাদ অনুযায়ী।

পদ্ধতি:
মাংস ভাল করে পরিষ্কার করে এবং ধুয়ে বড় ছাকনিতে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন।
একটি ভারি oven proof পাত্র নিন এবং এর নিচে মাংস ছড়িয়ে দিন। মাংসে টক দই, লবণ, চিনি, অর্ধেক ঘি, আদা বাটা, রসুন বাটা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং সব গুঁড়া মশলা দিন। মাংস এবং বাকি সব উপকরণ ভাল করে মেশান এবং ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন।
একটি প্যানে তেল গরম করে আলু হালকা বাদামি করে ভেজে তুলে রেখে দিন। এরপর কেটে রাখা পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা তৈরি করুন। চাল ধুয়ে রান্না করুন। অর্ধেক রান্না হলে নামিয়ে চাল থেকে পানি ঝরিয়ে ফেলুন।
এখন মাংসের উপরে দুধ ঢেলে দিন এবং এর উপরে অর্ধেক হওয়া ভাত ছড়িয়ে দিন। এরপর একে একে ভাজা আলু, পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাকি ঘী, আলুবোখারা, কিসমিস, কেওড়া পানি ভাতের উপরে ছড়িয়ে দিন।
পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে ভাল করে বন্ধ করুন। প্রয়োজনে ময়দার গোলা দিয়ে ভাল করে ছিল করে দিন।
এখন ৩৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট এ ওভেন প্রিহিট করুন। পাত্রটি ওভেন এ দিন এবং ২০ মিনিট রান্না করুন। এরপর তাপমাত্রা কমিয়ে ৩৫০ ডিগ্রী করে দিন এবং ৪৫-৫০ মিনিট রান্না করুন।
এরপর ওভেন বন্ধ করে দিন এবং পাত্রটিকে আর ৩০ মিনিট ওভেন এর ভেতর এ রেখে দিন।
এখন সতর্কতার সাথে ঢাকনা খুলুন এবং ধীরে ধীরে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিরিয়ানি মিক্স করুন।
গরম গরম পরিবেশন করুন।

Chocolate Ganache Tart – Recipe
By Afra Nawar (Shairy)

INGREDIENTS
3 tablespoons slivered blanched almonds
5-6 tablespoons sugar (desired sweetness)
1 1/4 cups (spooned and leveled) all-purpose flour
1/4 teaspoon salt
6 tablespoons unsalted butter, cold and cut into pieces
320g bittersweet chocolate, coarsely chopped
1 1/4 cups heavy cream , 1 teaspoon vanilla extract/essence

DIRECTIONS

1. Preheat oven to 250degrees. Make dough: In a food processor, pulse almonds until finely ground. Add sugar, flour and salt; pulse until combined. Add butter, pulsing until coarse crumbs form with no large butter lumps (dough should clump together when squeezed with fingers).
2. Immediately transfer dough to a 9-inch tart pan with a removable bottom. Using a measuring cup, evenly press dough in bottom and up sides of pan.
3. Bake in center of oven until golden brown and firm to the touch, about 20 minutes. Transfer to a wire rack to cool completely, about 1 hour.
4. Make ganache: Place chocolate in a large mixing bowl. In a small saucepan, bring cream to a boil. Pour hot cream, through a sieve, over chocolate. Stir until smooth and creamy in texture. Mix in vanilla.
5. Pour chocolate mixture into center of cooled tart shell (if chocolate is lumpy, pass through a sieve). Let stand until set, about 2 hours, or chill for 1 hour.

English Section

In The End

By Tazrian Islam

Pots crashing, glasses shattering, papers burning.
Bring back old mistakes to use against me renewed.
The same old problem, the same old game
How long will we run around in circles chasing each other's backs?
I scream at you and you scream back.
Drop to the ground crying and rocking yourself
Go on repeat the words you've said a hundred times before,
Bring back the memories the betrayal the hurt.
It's not like it's the last time and it sure as hell isn't the first.
There is no communication between us just throwing of words.
I chip your heart a little and you chip some of mine.
It's not a relationship; it's an abuse of our minds.
Try to walk away. Try to hide,
But we both know there is no turning around,
No freedom, no escape.
Stuck between two walls which keep closing in,
Before we know it there'll hardly any air left to breath,
Sometimes in the aftermath I think to my self, is it worth all this?
To crawl through this hell?
I look back at you and you look back at me,
I know even through the pain and the blood and the tears,
If you threw yourself in to a fire I 'd follow you there.
But why when we're together why can we not enjoy ourselves?
It's like 30 seconds of heaven and 3 hours in hell.
Our love is insane, it's mental and we're selfish and vain.
We think not of each other but more of what we want.
I pull one end of the rope and you pull the other.
Sometimes we cross the line and that's when things start to break
We see cracks in our relationship but we still remain the same.
There is no give there is only take,
But still when I look at you I know that someday it may be worth something.

The Sketch Artist

By Nishat Maisha Tasnim

Sweating with agony I stumble through the darkness into the harshness of the bathroom's light. My hands, gnarled like the limbs of an ancient oak, search for the tablets hidden in the recesses of the medicine cabinet. I desperately need to erase my pain. Damn. I mutter as I find the empty container. I close the cabinet and am affronted with the image of a man in his seventh decade, draped in loose skin with sparrow like arms framing a frail body. I step closer to the mirror and examine the vast array of lines with the same meticulous manner that I approach my art – proofreading each crease on the cheeks, around the eyes and then the documents near the mouth. Spawned from an excess of smiling in younger days that seemed a lifetime ago, in the landscape of my mind these wrinkles implode into deep crevices of a progressive doom. I snap off the light and take uneven footsteps along the worn carpet towards my dresser.

Shards of morning light spear through the cracks in the blinds to expose the dust that covered the wooden dresser. I open the draws and peel out the brown pants, olive shirt and blue sweater - the same brown, olive and blue that I have habitually been wearing for the past few months. I may as well sew myself inside them, I thought. There was a comfort in the brown, olive and blue – a comfort I couldn't quite place. My aged bones cracked in sync with the motions of getting dressed. Before leaving the bedroom I take the tools of my expression – the leather bound sketch book and its accompanying pencils. I step down the forty-two year old stair case and the stench of decay assaults me. Solitude and sorrow consume every inch of the once lively house, hurrying me to get out of the front door.

Navigating through the familiar suburban district I note all the scenes that have been repainted. The pond encompassed by gazelles all year round has been crushed by a colossal cooperate mall. The post office has been removed and in its place stands a café. The park has vanished, though there has been a patch of fluorescent grass pasted in front of the library, but it's not the same. A Victorian marble fountain anchors the road in the downtown area, which is now pedestrianised so vehicles cannot enter. Wooden benches, extravagant restaurants and more patches of

artificial grass have been painted across the town like an abstract Picasso gone horribly wrong. I prefer the older scenes. Fortunately those scenes are sketched in my book.

As I stroll past the familiar homes, the windows seem to fall out of darkness revealing the new portraits inside. A portrait of a smiling wife serving her family breakfast, another portrait of a young man readying himself for the day ahead, rooms painted with youthful couples relaxing in the materialisation of their dreams. Dreams that taunt me and push me into the shadows. In the shadows I begin to increase my pace, shuffling rapidly towards my destination.

Five. Ten. Fifteen. Twenty steps later and the atmosphere morphs into my placid sanctum. I knew I would finally be relieved of the pain as my eyes lock on the sign before me. 'Medical Centre'

***

"Come in Mr Wilson." I smile at the elderly man who I regarded with an almost familial affection. Predictably, he was wearing the same brown, olive and blue and I wondered if he knew why he choose those exact colours.

He shuffles into the room and takes his usual seat in the patient's chair and then almost as if running on clockwork he begins his stories. The stories start off with his physical pains which vary all the time, ranging from the most extreme situations to the least but then he delves into the stories of his past. He tells me about his beautiful wife Annabelle with her brown hair, olive skin and blue eyes. He informs me of their first born who died of tuberculosis at the age of three. He talks about their dreams and about all his friends. I show the appropriate emotions with each part of the tales despite having heard them countless times this year. I guess I just never get tired of hearing them. He views the world differently to most and hearing him allows me to see through the lens of an artist. Then my favourite part arrives as he opens his sketch book and shares all the inked memories. I carefully flip through the stream of pictures of a world gone by. "So Dr Rybak, do you think I need the same prescriptions or something new?" He questions on queue.

"Definitely the same old same, for you Oscar" I laugh and it is infectious so he joins in.

He walks out with the prescription for a placebo, thanking me generously for all the wrong reasons.

Nicole, the receptionist at the front desk approaches me once Oscar has left. Leaning in she questions "Why don't you tell him, that he is physically well?"

I gather my thoughts for a moment. The man's wife passed away this year, he has no kids and all his friends are either pushing up daisies or in a retirement village. The sands of time have changed his hometown past the point of recognition. While his family manor has become the ghost of its former self. Subconsciously this is the only home he feels he has, do I dare shatter his illusion?

"I guess I don't have the guts" I finally manage to say, finding content in helping an artist find a new form of catharsis.

Starlight Children's Foundation

By Sarita Alam

In the summer holidays on Saturday 17 January, my brother, sister and I thought we would have some fun by volunteering. We ended up volunteering for Starlight Children's Foundation, a nonprofit organisation which focuses on helping sick Australian kids by helping them have fun.

This event was a 'Movies By The Boulevard' screening of *Frozen (sing-a-long version)* at Sydney Olympic Park at night, causing me to be very excited since I am a big fan of the film!

We arrived at Cathy Freeman Park in the afternoon and were greeted by the rest of the lovely volunteers for the night. We were given our yellow starlight volunteer shirts as well. We opened up stalls selling merchandise such as glowing wands, pens and inflatable soccer balls. There was a large supply of balloons and pumps that we made into the shapes of dogs, swords and flowers and also sold in order to raise more money. The small children were so excited as they came up with their $2 coins so retrieve they're balloons they saw were made in front of them.

The most difficult and demanding task was when we were assigned to do face painting. I am personally not very good at art, but I decided to try it, as I loved how the other volunteers had done it themselves. The most popular design of course, was the *Frozen* face paint, completing the look of little girls already in blue dresses. I was also particularly proud of the Hello Kitty and tiger face paint I had done on some other kids faces. I also walked around trying to sell more merchandise with some other volunteers. More towards when the movie was starting, this was very effective as the whole park was filled with families ready to see the film.

It was a very relaxing night. At one point we met the Starlight mascot, a large star! I had enjoyed meeting with the other volunteers because they were all very nice people. Most children had dressed up in some sort of Frozen costume, all overjoyed to have an excuse to see the movie again. Unfortunately, we couldn't stay back after our volunteering shift had just ended. It was very late and we had to leave just when the movie started. We found out later that we managed to raise over $3,300 at the event of 7000 people, and the team leader said that we were all superstars. I really recommend volunteering even if it's once in a white, I find it very rewarding and a different way to have fun!

Mirror

By Fahreena Huda (Noreen)

From the darkest depths of the black abyss
A figure emerges with something amiss
She doesn't look right, face filled with dread
Her apparels are stained, you can tell she has bled
Her face is wrong, her bones protruding
Her skin is cracked, unfit for soothing

Who is she? Why is she there?
She must be noticing my disgusted stare?
She resembles failure and loss of hope
Leeched of colour and reeking of smoke
Why was she misguided to this terrible place?
That destroys your spirit without leaving a trace

Her glazed eyes reflect broken wishes and dreams
Her regret is tangible, nothing is as easy as it seems
How did she get here, point of no return?
The darkness is intense and the terror is firm
Her shoulders are slumped, her hair hangs limply
She is beyond any help, to put it simply

From the darkest depths of the black abyss
A figure emerges with something amiss
She doesn't look right, face filled with dread
Her apparels are stained, you can tell she has bled
Her face is wrong, her bones protruding
Her skin is cracked, unfit for soothing
Her mouth is agape on a silent plea
But with stark horror I realise the girl is me
I'm looking in the mirror and what it reflects is what I see
And I finally accept that destroyed girl I loathe seems to be me me me

My India Immersion Part 2

By Fardin Ferdous

We set off from Kolkata airport, eager to immerse ourselves in the unfamiliar culture of another exotic Indian city. We arrived in Varanasi and rode a bus through the windy roads of rural India to arrive at our hotel. The sun was already down so we decided to take an early night in order to be energised for the next day in which we will be exploring what is thought to be the most ancient city in the world. We woke up at 5am and set off on foot to walk to the holiest site of pilgrimage for Hindus all around the world, the Ganges River. As we strolled through the narrow streets, there was a certain aura of tranquillity engulfing the atmosphere, cows were left in peace to wonder through the streets and the antique style architecture made me feel as if we had time travelled back to the ancient civilisation that existed here more than 3000 years ago. We saw foreign travellers, as well as the many locals who depend on the Ganges for their daily needs walking leisurely to their holy site, the relaxed ambience being a nice change from the chaotic hustle and bustle of Kolkata.

When we reached the sacred river, we had to opportunity to each buy a small object consisting of a candle surrounded by flowers which we lit up and set afloat on the Ganges. We then all went on-board a small rowing boat, and travelled through this mysterious river as the sun rose. The sun's rays pierced through the mist, slowly unravelling the colours and rituals that were taking place on the shore. We listened intently to our guide Sumaru who informed us of the culture and religious significance of the city. I was particularly fascinated by the Hindu belief regarding cremation and the Ganges. Hindus believe in re-incarnation, that when a living being passes away, that they return to the earth as another living being. However, if someone is cremated and their ashes are placed in the river Ganges, they exit this cycle of birth and rebirth and go to Nirvana (Heaven). Aside from the Ganges, we got to explore the other fascinating aspects of Varanasi such as Gyanvapi Mosque, Golden temple, well-renowned Varanasi silk stores. We tasted some delicious Lassis and attended a colourful Hindu ceremony. Varanasi was so amazing because it allowed me to contrast the culture which we were so used to in Australia to such a different way of life that the people live here. It was time now to bid farewell to this ancient, exotic city and be off to the Indian capital New Delhi.

The capital New Delhi felt like a different country altogether. At the heart of the city, there is an area known as Connaught Place, one of the largest financial and commercial centres in New Delhi. Within Connaught place there is a circular road around which everything is established including well known western and international stores, elegant malls, cinemas, a variety of different restaurants and dining places. As we explored this Area, the high-class fashion of the locals, the modern architecture and overall atmosphere felt up to par with a major city of a first-world developed nation. Besides indulging in Indian dominos, we also got to explore the historical Old Delhi, observing sites such as Jama Masjid-

At Thomas Booler Lawyers,

Your claim never stands still.

Have you recently been in a motor vehicle accident and have been injured? Not sure of what you can do or what you may be entitled to?

At Thomas Booler Lawyers we specialise in compensation law claims including motor vehicle and work related accidents, family law and will disputes.

Starting from your initial consultation, you will find our team of experienced lawyers to be friendly and approachable. We understand your situation, and can explain solutions to you in plain language – not in legal jargon. For your peace of mind, we also offer

No Win – No Fee arrangement.

PERSONAL INJURY LAW ACCREDITED SPECIALIST

thomas booler lawyers

For free advice about your case please contact Amer Bassal on 0448 666 688

SYDNEY CITY | AUBURN | BANKSTOWN

Web: www.sikderrealestate.com.au

Email: info@sikderrealestate.com.au

Shafik Shikder
0466461407

Lawrence Sarker Ranju
0431311052

Monowar Munna
0433952953

SIKDER Real Estate 地產
সিকদার

Working for the community

Ph: 02 8957 7179
15/168 Haldon St Lakemba NSW 2195

Grameen Super Market

Shop Online

গ্রামীন সুপার মার্কেট
@ Wiley Park

t : 02 8542 7847

NEW SHOP

NEW MANAGEMENT

Sonar Bangla Express

SBX MONEY

10 Minutes Service Guaranteed

Now @ Wiley Park New Office

In side Grameem Super Market

Open 9am-11pm

Customer car parking available at rear of the shop

P